

১০ই জুন, ১৯৯৬ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত ঘৃণুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
৫২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী :

১০ই জুন, ১৯৯৬ ইং তারিখে ঘোগাঘোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দ মনজুর ইলাহীর সভাপতিত্বে সেতু কর্তৃপক্ষের ৫২তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। উওল সভায় ঝালানী ও খনিজ সংস্থা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী বিশেষ আঙ্গুণএন্ডে উপস্থিত ছিলেন। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" তে বর্ণিত আছে।

২। সভার শুরুতে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ৫১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। সেতু কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক ৫১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে পৃষ্ঠা নং ৬-এ উল্লেখিত অনুচ্ছেদ ৩.২৯ (গ) তে Variation Order -9 এর সঙ্গে Variation Order-8 হবে বলে উল্লেখ করেন।

২.২। ই আর ডি এর সচিব দেশের উওল পশ্চিমাঞ্চলের আর্থ-সামাজিক জরীপ পরিচালনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে পরিবক্লান কমিশনের সদস্য (ভৌত অবং) মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। সদস্য মহোদয় জানান যে, পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় টি এ পি পি অনুমোদিত হয়েছে এবং সমীক্ষাটি বাস্তবায়ন প্রতিষ্ঠানীন আছে।

২.৩। অতঃপর কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত সমূহের বর্তমান অবস্থা (Status) সম্পর্কে বোর্ডকে অবহিত করেন।

সভায় ৫১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সর্বকে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

২.৪। সিদ্ধান্ত : অনুচ্ছেদ ২-এ বর্ণিত সংশোধনী সহ ৫১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী অনুমোদিত হয়।

৩। অতঃপর আলোচ্য সূচী- ৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে ঘৃণুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক পুনর্বাসন কর্মপরিবক্লান বাস্তবায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন যে পুনর্বাসন কর্মপরিবক্লান এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিবক্লান দাতা সংস্থার নিকট মূল সেতু বাস্তবায়নের মতই সম গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, মাঠ পর্যায়ের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে জমির মূল্য বৃদ্ধি সহ বিভিন্ন কারণে প্রাক্তিক জমি হারানো ইপিরা বদলী জমি এবং করতে সমর্থ হচ্ছে না। ঘৃণুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক সাইট পরিদর্শন কালে ইপিদের সাথে সরাসরি কথা বলে সমস্যাবলী জানার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করেছেন :

- ক) Marginal land losing ইপি-দের মধ্যে যারা ৫ (পাঁচ) শতাংশ পর্যন্ত জমি হারিয়েছেন তারা বিকল জমি এম্ব না করলেও Policy Matrix অনুসারে ৩০% বা ২৫% (যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য) তাদেরকে প্রিমিয়াম প্রদান করা হবে।
- খ) ইপি জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে জমির জন্য যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন, সমপরিমাণ অর্থের জমি এম্ব করলে (জমির মূল্য বৃদ্ধির কারণে সমপরিমাণ জমি এম্ব সম্ভব না হলে) Policy Matrix অনুসারে ট্যাঙ্ক ডিউটি এবং প্রিমিয়াম উত্তোলন প্রাপ্ত হবেন।
- গ) ইপি বৃক্ষ হওয়ায় নিজ ছেলে মেয়েদের নামে জমি এম্ব করলে (ছেলে/মেয়েদেরকে জমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহনের জন্য Authorise করবার পর) এবং এই ব্যাপারে ঘৰায়ত Affidavit দাখিল করলে Policy Matrix অনুসারে প্রাপ্ত সুবিধাদি দেয়া হবে। তবে প্রিমিয়ামের অর্থ কেবলমাত্র ইপিকেই দিতে হবে।
- ঘ) যে ইপি-র নিজ Land holding এর ৫০% বা তার কম জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে, সে ইপি প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ জমি এন্ড ব্যবহার না করে ব্যবসা বানিজ্য (বেবী টেক্সী, ভ্যান ইত্যাদি এম্ব সহ) বিনিয়োগ করতে চাইলে বা করলে তার প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের অর্থ প্রদান করা হবে। এজন্য ইপি-কে একটি Affidavit দাখিল করতে হবে যাতে তার Land holding এর পূর্ণ বিবরণ থাকতে হবে। এই বিবরণটি JMBA-RU সংশ্লিষ্ট AC (Land) অফিস থেকে Verify করে সঠিক পেলে প্রিমিয়াম প্রদান করা হবে।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং ঘটনাওর অনুমোদনের জন্যে ঘবসেক বোর্ডে উপস্থাপন করা হয়।

মুণ্ডু

৩.২। পানিসংগ্রহ মন্ত্রণালয়ের সচিব উপরোক্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু করে বলেন যে, যদি সরকারে প্রিমিয়াম প্রদান করার বিধান থাকে তবে একাধিক ধাপ অতিগ্রাম ও শর্ত আরোপ না করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রিমিয়াম প্রদান করা যায় কিনা তা বিবেচনার্হোগ্য। প্রয়োজন বোধে বিষয়টি দাতা সংস্থার সংগে আলোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। তার এই প্রস্তাব সমর্থন করে ঝোগাঝোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত উপদেষ্টা বলেন যে, PAP-দের One Stop Service প্রদান করতে পারলে তারা উপকৃত হবে এবং এটা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। যদুনা বহমুর্ছী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এ প্রস্তাব পরীক্ষাতে ষষ্ঠ মাইলস্টোন সভায় উপস্থাপন করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন।

৩.৩। অর্থ বিভাগের সচিব উল্লেখ করেন যে, যদি কোন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রেশনের অর্থের দাবী সকল সময়ের জন্য প্রত্যাখ্যান করে তাহলে সেক্ষেত্রে এই ইসিকে তার প্রাপ্ত প্রিমিয়াম প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়।

৩.৪। আলোচনার এই পর্যায়ে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাইস চ্যাম্পেল ডঃ মোঃ শাহজাহান সামাজিক সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তিনি মত ব্যওক করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সম্পূর্ণ না হলেও আংশিক পরিমাণ জমি এন্ড করা উচিত। এক্ষেত্রে তিনি কাপ্টাই বাঁধ নির্মাণের ফলে উদ্বৃত্ত সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।

৩.৫। যদুনা বহমুর্ছী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এই বিষয়ে আরো ব্যাখ্যা প্রদান করে বলেন যে, প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির আইডি কার্ড এবং Entitlement Card আছে এবং ঘাবতীয় নিরীক্ষাসহ প্রাপ্ত্যাক্ষরণের জন্য NGO নিয়োগ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রিমিয়াম ও অন্যান্য অর্থ গ্রহণে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতে হয় না।

৩.৬। সেনাবাহিনীর চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে জানতে চান যে অনুদান সমূহ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট সচিক্ষিক ভাবে পৌছে কিনা। নির্বাহী পরিচালক জানান যে, এ পর্যন্ত প্রদত্ত সকল অনুদান ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিকট সচিক্ষিক ভাবে পৌছেনি এ ধরনের কোন তথ্য ঘবসেকের নজরে আসেনি। অধিকন্তু দাতা সংস্থার পক্ষ থেকেও এই বিষয়টি অনিটর করা হচ্ছে।

৩.৭। মাননীয় উপদেষ্টা ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী যদুনা বহমুর্ছী সেতু কর্তৃপক্ষের RRAP কে একটি মডেল হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন দেশে যে সমস্ত অবকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে সেখানে পুনর্বাসন কার্যক্রমে যদুনা বহমুর্ছী সেতু কর্তৃপক্ষের RRAP এর আঙিকে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য ব্যাংক পরামর্শ দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন যে RRAP বাস্তবায়নে আমাদের কিছু সমস্যা/সীমাবদ্ধতা থাকলেও অর্জিত অগ্রগতিতে দাতা সংস্থা সমূহ সন্তোষ প্রকাশ করেছে। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩.৮। সিদ্ধান্ত : ক। যদুনা বহমুর্ছী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের ঘটনাত্ত্বের অনুমোদন প্রদান করা হয়।

(*) ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রিমিয়াম দেয়ার ব্যাপারে যে শর্ত দেয়া আছে তা আরো শিখিল করা যায় কিনা সেবিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষ দাতা সংস্থার সংগে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৪। নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচী- ৫ অনুযায়ী অতি প্রকল্পে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ প্রসংগতি সভায় উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রকল্পের ইন্ট্রিনিয়ার কর্তৃক যে পরিমাণ অর্থ IPC তে সুপারিশ করা হয় সেই পরিমাণ অর্থই জেএমবিএ কর্তৃক পরিশোধ করার লক্ষ্যে দাতা সংস্থার নিকট WA (Withdraw Application) প্রেরণ করতে হয়। IPC পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে দাতা সংস্থা সমূহের নিকট WA প্রেরণ করার শর্ত রয়েছে। ইন্ট্রিনিয়ার কর্তৃক যে IPC পাঠানো হয় তা চুক্তি অনুযায়ী পরিশোধের পূর্বে পরিবর্তন বা সংশোধন করার সুযোগ বা এক্সিমিয়ার জেএমবিএ এর নাই। কাজেই নির্বাহী পরিচালক কর্তৃক WA সমূহ অনুমোদন করার কিছুই নেই। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ৪৪ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক WA এর আবেদন দাতা সংস্থার নিকট পাঠানোর পূর্বে অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালককে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এতে অনেক সময় নির্বাহী পরিচালকের ব্যস্ততা/অনুপস্থিতির কারণে IPC প্রেরণে বিলম্ব হয় এবং এই বিলম্বের জন্য কর্তৃপক্ষকে সুদ পরিশোধ করতে হয়। নির্ধারিত সময়ে IPC প্রিমিয়াম চূড়ান্ত করে দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করার লক্ষ্যে ইতিপূর্বে গৃহীত বোর্ড সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রাপ্ত IPC র তিতিতে WA সমূহ কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ) এর দপ্তর থেকে সরাসরি দাতা সংস্থাঙ্গের নিকট প্রেরণ করা যেতে পারে। তবে WA প্রেরণ করার পর কোন অসংগতি থাকলে তা জেএমবিএ এর কারিগরী শাখা এবং ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা মতামত গ্রহণের পর নির্বাহী পরিচালকের নিকট উপস্থাপন করা যেতে পারে, যাতে প্রয়োজন বোধে এ জাতীয় অসংগতি পরবর্তী IPC তে সমন্বয় করার জন্য ইন্ট্রিনিয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২
১৩৩১১

৪.২। সিদ্ধান্ত ১ ক) এখন হতে প্রাপ্ত IPC-র ভিত্তিতে WA সমূহ সেতু কর্তৃপক্ষের পরিচালক (অর্থ) এর দপ্তর থেকে সরাসরি দাতা সংস্থা গুলোর নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পরিচালক (অর্থ) কর্তৃক অনুমোদনের পর সংশ্লিষ্ট হিসাব পরিচালনাকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরেই জি ও বি অংশের জন্য অর্থ পরিশোধ করা হবে।

৫। অতঃপর আলোচ্যসূচী- ৬ মোতাবেক নির্বাচী পরিচালক ঘনুনা সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান দপ্তরের জন্য নিজস্ব ডবন এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য বাসস্থান নির্মাণের বিষয়টি উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে বিভিন্ন সময়ে কর্তৃপক্ষের অফিস ডবন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচিত হলেও এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা, পরিবেশ ও পুনর্বাসন ইউনিট সহ যবসেকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য বর্তমানে এলেনবাড়ীসহ ঢাকা সড়ক সার্কেল ডবনে অবস্থিত কর্তৃপক্ষের অফিসে স্থান সংকূলান করা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে না। তিনি আরও জানান যে, ইতিপূর্বে কর্তৃপক্ষের বোর্ড সভায় এলেনবাড়ীসহ ডবনের ৫ম তলা নির্মাণের পূর্বে উওশ ডবনের ২য় তলা, ৩য় তলা ও ৪র্থ তলা সহ ছাদের মূল্য নির্ধারণ করে ১ম তলা বাদে বাকী অংশ ঘনুনা সেতু কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার পর ৫ম তলা নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা সম্ভব হয়নি কারণ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এই ডবনটি হস্তান্তর করতে সম্মত হয়নি।

৫.২। এমতাবস্থায় সেতু কর্তৃপক্ষ ও ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা সংস্থার অফিস এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্ভাব্য বাসস্থানের সুবিধাসহ একটি আলাদা ডবন নির্মাণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য যে ঘনুনা সেতু নির্মাণের পর তা রক্ষনাবেক্ষন ও পরিচালনার জন্য অতি কর্তৃপক্ষ একটি সহায়ী সংস্থা হিসাবে থেকে আবে। তাছাড়া আগামীতে বৃহৎ সেতু প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য যবসেককে বৃহৎ সেতু নির্মাণ সংস্থায় রূপান্তর করারও সম্ভাবনা রয়েছে। আলোচনান্তে সভায় নিশ্চয়ত্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ১: ঘনুনা সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ডবন নির্মানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রয়েছে বিবেচনায় প্রস্তাবটি সভায় অনুমোদিত হয়। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় মাহাখালী, বনানী বা শেরেবাংলা নগর সংলগ্ন স্থানে অবস্থিত অথবা রাজউক থেকে বরাদ্দ গ্রহণ করে আনুমানিক ১ (এক) বিধি জমির সংস্থান করে কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ডবন নির্মাণ করা যেতে পারে।

৬। বিবিধ আলোচ্যসূচীর মধ্যে নির্বাচী পরিচালক ঘনুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী/প্রকল্প পরিচালক (নদী শাসন) এর একটি পদ সৃষ্টির বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ঘনুনা সেতু প্রকল্পের কারিগরী দিকগুলো তদারকি, পরীবিক্ষন ও মূল্যায়নের জন্য ঘনুনা সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীর অধিনে একটি কারিগরী শাখা রয়েছে যার অধীনে প্রধান কার্যালয় উপশাখা ও মাঠ পর্যায়ের উপশাখা রয়েছে। প্রধান কার্যালয়ে প্রধান প্রকৌশলীর সরাসরি অধিনে কারিগরী পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু) এর একটি পদ এবং মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালকের অধিনে তও্রবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু) এর আরেকটি পদ আছে। ঘনুনা সেতুর ন্যায় একটি বৃহৎ প্রকল্পে একজন প্রকল্প পরিচালকের পক্ষে সম্পূর্ণ ডিম্প প্রকৃতির সব কয়টি ক্ষেত্রটি এর কাজ মনিটরিং, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করা দুর্বল হয়ে পড়েছে। তদুপরি প্রকল্পটির কাজ কারিগরী দিক হতে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত, যথাঃ মূল সেতু ও এ্যাপ্রোচ রোড নির্মাণ এবং ভূমি উন্নয়ন ও নদীশাসন এই দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এ দুটো কাজের প্রকৃতি ও ধরণ সম্মুখ ডিম্প। তাছাড়া বর্তমানে নদীশাসন কাজটির বাস্তবায়ন অধিকতর জটিল রূপ ধারণ করছে। বিগত অক্টোবর/১৫ মাসে পশ্চিম গাইড বীধ নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়। অনুমোদিত নব্সা অনুযায়ী কাজ চলাকালীন বেশ কয়েকটি Slope Failure হয় এবং নালারূপ সমস্যার উদ্বৃত্তি হয়। এমতাবস্থায় নদীশাসন ও ভূমি পুনরুন্মুক্তির কাজে উদ্বৃত্তি সমস্যাগুলি মনিটরিং, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করণ প্রকল্প সমাধানের জন্য উপযুক্ত জ্যোত্তা ও অতিক্রতা সম্মত একজন পৃথক প্রকল্প পরিচালক/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী পর্যায়ের কর্মকর্তা নিয়োগ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

৬.২। নির্বাচী পরিচালক আরও জানান যে, প্রধান কার্যালয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু) পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা প্রকল্পের সেতু অংশের ডিজাইন, টেক্নিক, ডকুমেন্ট মূল্যায়ন ইত্যাদির কাজ করেন এবং প্রধান প্রকৌশলীকে সহায়তা প্রদান করেন। মাঠ পর্যায়ে তও্রবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু) পদে নিয়োজিত কর্মকর্তা সেতু অংশের বাস্তবায়ন, মনিটরিং ও পরিদর্শন কাজ করছেন। তও্রবধায়ক প্রকৌশলী (সেতু) এর সাহায্যে প্রকল্পের প্রধান কার্যালয়ে বর্তমান পর্যায়ে অবশিষ্ট কাজ সঞ্চালন করা সম্ভব হবে। কাজেই প্রকল্প কার্যালয়ে অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু) পদটি রূপান্তর করে প্রকল্প পরিচালক/অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নদীশাসন) নামে একটি নতুন পদ সৃষ্টি করা যেতে পারে। তিনি আরও জানান যে, এতে কর্তৃপক্ষের খুবই সামান্য আর্থিক ব্যয় হবে। সভায় নিশ্চয়ত্ব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩
১৩০১

৬.৩। সিদ্ধান্ত : অতিরিক্ত পরিচালক (সেতু) পদটি রূপান্তর করে অতিরিক্ত প্রধান প্রকল্প/প্রকল্প পরিচালক (নদীশাসন) নামে অন্য একটি পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং শর্ত থাকে যে এই পদটি প্রকল্প নির্মাণকালিন সময় পর্যন্ত বাহাল থাকবে।

৭। বিবিধ আলোচ্য সূচীর মধ্যে নির্বাহী পরিচালক ঘরুনা সেতু এলাকার Wrok harbour এর সামান্য দক্ষিণ দিকে ধলেশ্বরী নদীর নতুন উৎস মুখ সহায়ী করণের জন্য Mitigative & Enhancement Measure এর কাজ বাস্তবায়নেও অনুমোদনের বিষয়টি সভায় উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে, ৫ম ছাইল টেল সভায় বিশ্বব্যাহুক সহ দাতা সংস্থা সমূহ, P O E এবং MC উৎস নতুন খাল খোলা রাখা এবং খালটির Stabilization এর জন্য নির্মাণ উপদেষ্টা সংস্থার প্রস্তাবের সাথে একমত্য প্রকাশ করে। এই সভায় আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, একাজ ১৯৯৬ ইং সালের বন্যার পূর্বেই বাস্তবায়ন করতে হবে। কাজেই নির্মাণ তদারকী উপদেষ্টার প্রস্তাব অনুসারে কাজটি ইতিমধ্যে ২০২ চুক্তির ঠিকাদার কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং ১১.৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে ধলেশ্বরী নদীর নতুন মুখটি খোলা রাখার ব্যাপারে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও একমত প্রকাশ করেছে। কারণ এটি টাঙ্গাইল জেলায় নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থ সাহায্যে বাস্তবায়নাধীন তাদের FAP - 20 প্রকল্পের জন্য অপরিহার্য।

আলোচনান্তে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখের সহায়ের জন্য ১১.৫০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে Metigative & Enhancement Measures of Dhaleswari Intake এর কাজ বাস্তবায়নেও অনুমোদিত হয়।

৮। আলোচ্য সূচী ২ অনুযায়ী নির্বাহী পরিচালক প্রকল্প বিভিন্ন কন্ট্রাক্ট এ চুক্তি মূল্য এবং প্রারূপিত সম্ভাব্য প্রকৃত মূল্য নিয়ে আলোচনা করেন। এবিষয়ে ঢালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা এবং বোর্ডের অন্যান্য সদস্যবর্গ এই মর্মে মত ব্যওহা করেন যে, নির্ধারিত ও চুক্তিকৃত ব্যয়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রকল্পের ইন্ট্রিনিয়ার (সি এস সি) কে এ বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত : নির্ধারিত ও অনুমোদিত ব্যয়ে অর্থাৎ চুক্তি মূল্যে প্রকল্প বাস্তবায়নে সর্বান্বক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

৯। অতঃপর কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত নির্বাহী পরিচালক আলোচ্যসূচী- ১ মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়নে সার্বিক অগ্রগতি তুলে ধরেন। প্রকল্পের ৪টি কন্ট্রাক্ট এর অগ্রগতি এবং সমস্যাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। পূর্ব নির্ধারিত সময় (ডিসেম্বর - ১৯৯৭) এর মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বোর্ডের সদস্যবৃন্দ মত ব্যওহা করেন। এবিষয়ে প্রকল্পের ইন্ট্রিনিয়ার ও ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টাকে খুবই সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে এবং ঠিকাদারের কর্মপ্রণালী ও কর্মসূচী বাস্তবসম্মত কিনা তাও পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত : ক) সকল কন্ট্রাক্ট এর চুক্তি পত্রের কর্মসূচী অনুসারে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তির ব্যাপারে সর্বান্বক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। প্রকল্প ইন্ট্রিনিয়ার ও ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টাকে এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করতে হবে।

খ) চুক্তি পত্রে অন্তর্ভুক্ত Time Schedule এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টের প্রদত্ত Recovery Plan গুলো CSC কর্তৃক পরীক্ষা করে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

পরিশেষে ~~স্বত্ত্বাত্মক~~ সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

১০.৩.১১.

সৈয়দ মনজুর ইলাহী
উপদেষ্টা, ঘোগাঘোগ মন্ত্রণালয়
চেয়ারম্যান
ঘরুনা বহমুর্দী সেতু কর্তৃপক্ষ

15/6/96

পরিসিদ্ধি-'ক'

১০-০৬-৯৬ ইং তারিখে সকাল ১১-০০ ঘটিকাল ঘনুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের
সম্মেলন কক্ষে ঘোগাঘোগ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দ মনসুর ইলাহীর
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৫২ তম বোর্ড সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাদের নামের তালিকা:

<u>ক্রমিক নং</u>	<u>সদস্য/কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী</u>	<u>মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম</u>
১।	ডঃ মহীউদ্দীন খান আলমগীর সদস্য(ভৌত অবকাঠামো)	পরিবহন বিভাগ, ঢাকা
২।	জনাব লুৎফুল্লাহিল মজিদ সচিব	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৩।	ডঃ মসিউর রহমান সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪।	জনাব আবদুল মুয়াদ চৌধুরী সচিব/নির্বাহী পরিচালক	ঘনুনা সেতু বিভাগ/ ঘনুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
৫।	জনাব আকবর আলি খান সচিব	অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৬।	জনাব ওয়ালিউল ইসলাম সচিব	রেল ও সড়ক বিভাগ, ঘোগাঘোগ মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৭।	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বি পি, পি এস সি চীফ অব জেনারেল ষ্টাফ	বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, ঢাকা
৮।	ডঃ মোঃ শাহজাহান উপাচার্য	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
৯।	জনাব মোঃ ওমর হাদী অতিঃ সচিব/অতিঃ নির্বাহী পরিচালক	ঘনুনা সেতু বিভাগ/ ঘনুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
১০।	ডঃ আইনুন নিশাত অধ্যাপক	পানি সম্পদ প্রকৌশল বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১১।	জনাব আ, স, ম সফিউল্লাহ অধ্যাপক	পুরকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
১২।	জনাব মোঃ ফজলুল করিম প্রধান প্রকৌশলী	সড়ক ও জলপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, রমনা, ঢাকা
১৩।	জনাব মোঃ আজমল চৌধুরী যুগ্ম-সচিব/পরিচালক (প্রশাসন)	ঘনুনা সেতু বিভাগ/ ঘনুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ, ঢাকা
১৪।	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান প্রধান প্রকৌশলী	ঘনুনা বহমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ
১৫।	জনাব মোঃ নবীউল্লাহ পরিচালক(অর্থ ও হিসাব)	ঝ
১৬।	জনাব মোঃ ফজলুল হক প্রকল্প পরিচালক	ঝ
১৭।	জনাব নজরুল ইসলাম অতিরিওক পরিচালক(নদীশাসন)	ঝ
১৮।	জনাব এ, কে, এম, শামসুজ্জোহা অতিরিওক পরিচালক(প্রোওয়া)	ঝ